Unit- IV Social Issue and Education

Education for Empowerment :-
(শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন)

'Empowerment' শব্দটির অর্থ হল 'ক্ষমতায়ন' এই ক্ষমতায়নের অর্থ কোন এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতার সব ভার তুলে দেওয়া নয়, বরং সমাজের অবহেলিত দুর্বল শ্রেণীকে এগিয়ে নিয়ে আসা। যারা আর্থিকভাবে দুর্বল বলে সমাজের নানা সুযোগ থেকে বঞ্চিত, যারা সম্প্রদায়গত কারনে প্রান্তিক অঞ্চলে বসবাস করেন বলে সমাজের বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত, এবং সর্বোপরি লিঙ্গগত কারনে যারা সমাজে পিছিয়ে পড়ে আছেন তাদের ক্ষমতায়ন। অর্থাৎ তাদের বিকাশ ঘটানো এমনভাবে যাতে সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের ব্যক্তিগত উন্নতি সাধন হয় অথবা তারা এমন মানবসম্পদে পরিনত হয় যাতে রাষ্ট্র উপকৃত হয়। আর একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে এই ক্ষমতায়ন কাজটি সম্ভব।

শিক্ষার কাজ হল আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা, মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলা। সমাজের প্রত্যেকের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সুপ্ত গুনাবলি রয়েছে, তার বিকাশ ঘটিয়ে সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করা। যে কোন কাজ যেমন শিক্ষার মাধ্যম ছাড়া শেখা অসম্ভব, তেমনই কোন কাজে দক্ষ হয়ে ওঠার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষ হয়তো কোন কাজ বংশানুক্রমিক ভাবে খুব ভালো করে, কিন্তু সেই কারনে তাকে বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে আরো দক্ষ করে তুলে আয়ও সমাজের মঙ্গল করতে শিক্ষাই একমাত্র উপায়।

শিক্ষাই দারিদ্র মোচনের অন্যতম মাধ্যম। শিক্ষাই পারে ব্যক্তিকে দারিদ্রের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে তাকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে।

তপশিলি জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু

সম্প্রদায়কে সচেতন করে তুলতে, হীনমন্যতা থেকে ব্যক্তিকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে শিক্ষা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। আর এই বিশাল সংখ্যক মানুষকে যথার্থ শিক্ষিত করে মানবসম্পদ রূপে ব্যবহার করা গেলে তা দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং সমগ্র রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটবে। আমাদের দেশে বহু মানুষ এখনও ~~শিক্ষার~~ নিরক্ষর, তাই নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাটুকু কোনমতে করলেও মূল স্রোতের থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে এইসব মানুষকে মূলস্রোতের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, সাহায্য নিতে হবে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা সহায়ক সংস্থাগুলির। সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে বেসরকারি উদ্যোগেরও উৎসাহ দিতে হবে। প্রাক্-প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ শিক্ষার ~~জন্য~~ পর্যন্ত শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও পরিবর্তন করতে হবে, যথা — পাঠক্রমের ক্ষেত্রে, বৃত্তিপ্রচলনের ক্ষেত্রে, পরিকাঠামো সংস্কার ও শিক্ষকনিয়োগের ~~ক্ষেত্রে~~ সংস্কারে ক্ষেত্রে, শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে, মূল্যায়ন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। 6-14 বছর পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক — সরকারি। এই নীতিটি যাতে কার্যক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে প্রযুক্ত হবে, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

যে কোন সমাজের মূলস্তম্ভ দুটি — পুরুষ ও নারী। এই ২টি স্তম্ভ যদি সমান মজবুত না হয়, তবে সেই সমাজের উন্নয়ন কখনই সম্ভব নয়। আমাদের দেশ নানাভাবে মধ্যযুগ থেকে ভীষণভাবে বঞ্চিত। আধুনিক সমাজে মেয়েদের মধ্যে সর্ববিষয়ে যথেষ্ট সচেতন এসেছে ঠিকই; কিন্তু সুযোগের ব্যবহার করার সুবিধা গ্রামাঞ্চলে বা দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের ক্ষেত্রে এখনও কম। পারিবারিক চাপ বা পরিবারের বাইরে যৌন নির্যাতনের করাল সম্ভাবনা এখনও মেয়েদের পিছু টেনে ধরে। তাই শিক্ষার মাধ্যমে মেয়েদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে যেমন মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে যা যা সমস্যা আছে তা দূরীভূত করতে হবে, মেয়েদের শিক্ষায় গুরুত্ব সম্পর্কে আরও সচেতন করে তুলতে হবে, তেমনই সমাজের বাকি লোকেদের উপলব্ধি করতে হবে, সমাজের বিকাশে মেয়েদের

Scanned with OKEN Scanner

ভূমিকার গুরুত্ব কী? অর্থাৎ শিক্ষক এখানে ও দিয়ে সমান ভাবে কাজ করবে। তা নাহলে মেয়েদের ক্ষমতায়ন পূর্ণভাবে সম্ভব হবে না।

সবশেষে বলি, শিক্ষা সমাজ নিয়ন্ত্রক, শিক্ষাই পারে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে। শিক্ষাই যেকোন সমাজের সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও সঞ্চালক। শিক্ষার মাধ্যমেই সমাজের সংস্কৃতি তথা সভ্যতার সমৃদ্ধি সম্ভবপর হয়। তাই শিক্ষাই পারে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলকে আলো ছড়িয়ে দিতে, যে আলোয় সকল ভেদাভেদ ঘুচে যায়, সমস্ত মানুষ তার নিজের ক্ষমতা যথাসাধ্য বিকাশ ঘটিয়ে নিজের তথা দেশের তথা বিশ্বের কল্যাণ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়।

Education for Poverty Eradication

দারিদ্র্য :-

মানব সমাজের শুরু থেকেই সমাজ ব্যবস্থায় ধনী ও দরিদ্রের এই শ্রেণীবিভাগ চলে আসছে। চিরকালই সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ~~চিরকালই~~ আর্থিক সুবিধা অন্য লোকের তুলনায় বেশি পেয়ে থাকেন। ব্রিটিশ আমলের শেষ দিকে, বিংশ শতকের দ্বিতীয়ভাগের থেকে দারিদ্র নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু হয় এবং স্বাধীন ভারতে দারিদ্রকে একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যারূপে চিহ্নিত করা হয়।

দারিদ্র এমন এক অদ্ভুত চক্র যা প্রবাহমান চলতেই থাকে। দারিদ্রের কারণে ব্যক্তির পর্যাপ্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনে অক্ষম হয়, এই যোগ্যতার অভাবের জন্য বৃত্তি পেতে অসুবিধা হয়, কাজ কম থাকার দরুন আয় কম হয় এবং আয় কম হলেই দারিদ্র থেকেই যায়। সমাজতাত্ত্বিক মিলের মতে, দরিদ্র দেশ দারিদ্রের কারণে অগ্রসর হতে পারে না বা উন্নয়ন ঘটাতে

অক্ষম হয়, আবার উন্নয়ন ঘটাতে পারে না বলেই দারিদ্র্য থেকে যায়। অর্থনীতিবিদ নেলসনের মতে — দারিদ্র্য হল এমন একটি চক্র যা একটি দরিদ্র দেশকে দরিদ্রই করে রাখে।

ভারতবর্ষ একটি অনুন্নত দেশ যা উন্নয়নশীল হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে এবং বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিবিধ অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার হার ক্রমাগত বেড়ে চলায় কোন ভাবেই দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হচ্ছে না।

সংজ্ঞা :-

দারিদ্র্যের কোন একটি সহজ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। বিভিন্ন দেশে দারিদ্র্যের মাপকাঠি ভিন্ন, আবার একই দেশে আর্থিক উন্নতির সাথে সাথে দারিদ্র্যের মাপকাঠি পাল্টে যেতে পারে। তবে সাধারণ ভাবে বলা যায় জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের অভাব কেই দারিদ্র্যের সূচক হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়, অর্থাৎ এক্ষেত্রে জীবনধারণের নিম্নতম মানকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সমাজ বিজ্ঞানী গ্ল্যাডউইন বলেছেন — দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল অসাম্য, তাঁর মতে, কোন এক দরিদ্র পরিবারের পরবর্তী প্রজন্ম আরম্ভ হয় দারিদ্র্যের মধ্যে এবং ~~পরবর্তী~~ শেষও হয় দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়েই, অর্থাৎ সমাজ ব্যবস্থায় এমন কিছু বিশেষ সুবিধে তারা পায়না যার মাধ্যমে দারিদ্র্যের এই চক্র থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারে।

সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে দেখলে দারিদ্র্য একটি বিশেষ অবস্থা, এই অবস্থায়, যা আছে এবং যা থাকা উচিত, এই দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য বা বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়, এক্ষেত্রে বলা হয় — দারিদ্র্য ও অর্থ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত — এই বিবরণটি ~~ক্ষেত্র~~ দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নয়। অনেক সময় কোন একটি সমাজের প্রথা ও জীবন ধারার প্রেক্ষাপটেও দারিদ্র্য নির্ণয় করা হয়। বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেক সমাজ জীবনযাপনের একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড তৈরী করে, তার বিচ্যুতি ঘটলেও সেই ব্যক্তিকে দরিদ্র বলা হবে এবং ভিন্ন দেশে তার মানও ভিন্ন। যেমন — আমেরিকায়

Scanned with OKEN Scanner

আমেরিকার একজন মানুষ এবং আমাদের দেশের একজন মানুষ ২ জনেই নিজের নিজের দেশের একজন দরিদ্র হলেও একে আমাদের দেশে দারিদ্র্য নাও হতে পারে এই উদাহরণের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে — দরিদ্র শব্দটির পরিপ্রেক্ষিতে আপেক্ষিক ভাবে দারিদ্র্য শব্দটি ধারণাটি বেশি যুক্তিযুক্ত। আবার সম্পূর্ণ দরিদ্র আমরা তাকেই বলব যে যেকোন দেশেই নিজের ও নিজের পরিবারের ভরণপোষণে ও স্বাভাবিক জীবনযাপনে একেবারেই অক্ষম।

দারিদ্র্যের পরিমাপ :-

দারিদ্র্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলেই আমাদের দারিদ্র্য রেখা (Poverty line) সম্পর্কে ভাবতেই হয়। এটি একটি এ সীমারেখা, যার নীচে অবস্থিত মানুষের পক্ষে জীবনধারণের জন্য যে ন্যূনতম প্রয়োজন তাও জোগাড় করা সম্ভব হয় না ; এই ধরনের ব্যক্তিকেই দরিদ্র বলা হয়ে থাকে, এই রেখা নির্ণয়ের জন্য যেসকল পরিমাপ পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল আয়ের বৈষম্য পরিমাপ, মাথাপিছু ভোগের পরিমাপ প্রভৃতি। অধিকাংশ দেশেই আয়েরই ভিত্তিতে আমরা দারিদ্র্য রেখা নির্ধারণ করে থাকি। এছাড়াও কোন ব্যক্তির দিনে কত পরিমাণ সুষম খাদ্য অর্থাৎ কত ক্যালরি প্রোটিন, ভিটামিন খাওয়া দরকার, অথচ সে কতটা গ্রহণ করছে তার উপর দারিদ্র্যের সীমারেখাটি নির্ধারিত হয়। তবে এই এ পদ্ধতির অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধতা আছে কারণ

প্রথমত, শুধুমাত্র খাওয়া দিয়ে জীবনধারণের সবকটি প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, সকল মানুষের যে একই রকম প্রোটিন প্রয়োজন তাও নয়।

তৃতীয়ত, সর্বোপরি অধিকাংশ মানুষই খাদ্যের দাম ঠিক করেন, গুনাগুন নয়।

Scanned with OKEN Scanner